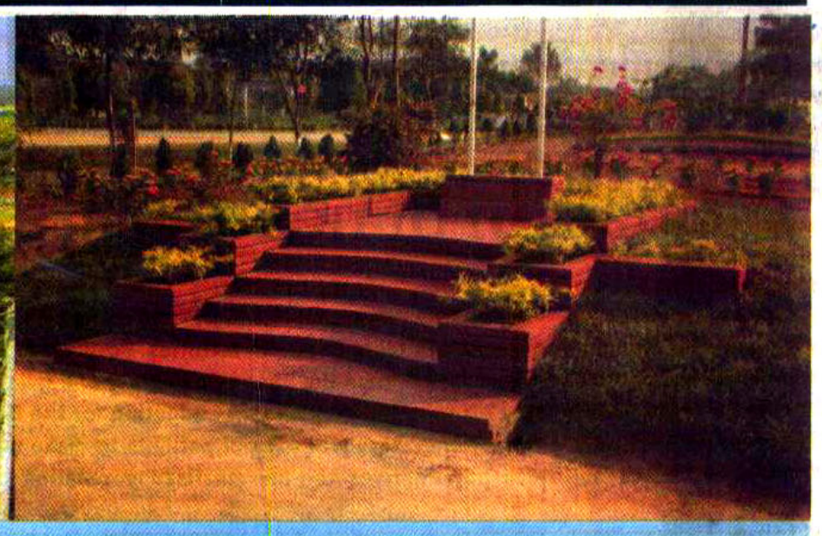

শাবিপ্রবি | সমাবর্তন ২০০৭- বিশেষ ক্রোড়পত্র | ৬ ডিসেম্বর, ২০০৭

শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় ও এর অনুষদসমূহ

প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়ন

হযরত শাহজালাল (র:) ও হযরত শাহপরাণ (র:) সহ ৩৬০ আউলিয়ার স্মৃতি বিজড়িত পূণ্যভূমি নৈসর্গিক সৌন্দর্যমন্ডিত দু'টি পাতা একটি কুঁড়ির দেশ সিলেটের আপামর জনসাধারণের দীর্ঘদিনের দাবী ও আন্দোলনের ফসল হিসাবে ১৯৮৬ সালের ২৫ আগস্ট প্রতিষ্ঠিত হয় শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। মাত্র তের জন শিক্ষক এবং তিনটি বিভাগে ২০৫ জন শিক্ষার্থী নিয়ে এর শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৯১ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারী। বর্তমানে এটি দেশের বৃহত্তম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে ছয়টি অনুষদের তেইশটি বিভাগে বর্তমানে অধ্যয়ন করছে প্রায় সাত হাজার শিক্ষার্থী। এছাড়া আরেকটি অনুষদে আছে পাঁচটি অধিভুক্ত মেডিক্যাল কলেজ যেখানে সাড়ে তিন হাজার শিক্ষার্থী লেখাপড়া করছে। এ অঞ্চলের তেল, গ্যাসসহ দেশের ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থা বিবেচনায় রেখে এবং বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দক্ষ মানব সম্পদ তৈরির লক্ষ্যে এ বিশ্ববিদ্যালয় পেট্রোলিয়াম এন্ড জিওরিসোর্সেস ইঞ্জিনিয়ারিং, বায়োটেকনোলজি, ফুড এন্ড টি টেকনোলজি, জেনেটিকস, ইত্যাদি নতুন নতুন বিভাগ খুলে শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এটি দেশের প্রথম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। এ বিশ্ববিদ্যালয়েই সর্বপ্রথম ইন্টিগ্রেটেড অনার্স কোর্স এবং সকল বিভাগে সেমিস্টার পদ্ধতির শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়। বাংলাদেশের মধ্যে এ বিশ্ববিদ্যালয়েই প্রথম ফাইবার অপটিক ব্যাকবোন ব্যবহার করে সারা ক্যাম্পাসে কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং করা হয় যা-বিটিটিবির ফাইবার অপটিক ব্যাকবোন এর মাধ্যমে সাবমেরিন ক্যাবল এর সাথে সরাসরি সংযুক্ত।

অনুষদ ও শিক্ষা বিভাগসমূহ

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে নিম্নোক্ত ছয়টি অনুষদের তেইশটি বিভাগে। এ ছাড়া মেডিক্যাল সায়েন্সেস অনুষদের অধীনে ৫টি মেডিক্যাল কলেজ অধিভুক্ত আছে।

১. এগ্রিকালচার এন্ড মিনারেল সায়েন্সেস অনুষদ
   ক) ফরেস্ট্রি এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স বিভাগ

২. এপ্লাইড সায়েন্সেস এন্ড টেকনোলজি অনুষদ
   ক) আর্কিটেকচার বিভাগ
   খ) কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড পলিমার সায়েন্স বিভাগ
   গ) সিভিল এন্ড এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ
   ঘ) কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ
   ঙ) পেট্রোলিয়াম এন্ড জিওরিসোর্সেস ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ
   চ) ফুড এন্ড টি টেকনোলজি বিভাগ

৩. লাইফ সায়েন্সেস অনুষদ
   ক) বায়োটেকনোলজি বিভাগ
   খ) জেনেটিক্স বিভাগ

৪. ম্যানেজমেন্ট এন্ড বিজনেস এ্যাডমিনিস্ট্রেশন অনুষদ
   ক) বিজনেস এ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিভাগ

৫. ফিজিক্যাল সায়েন্সেস অনুষদ
   ক) রসায়ন বিভাগ
   খ) গণিত বিভাগ
   গ) পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ
   ঘ) পরিসংখ্যান বিভাগ

৬. সোশ্যাল সায়েন্সেস অনুষদ
   ক) নৃ-বিজ্ঞান বিভাগ
   খ) বাংলা বিভাগ
   গ) অর্থনীতি বিভাগ
   ঘ) ইংরেজী বিভাগ
   ঙ) পলিটিক্যাল স্টাডিজ বিভাগ
   চ) লোক প্রশাসন বিভাগ
   ছ) সমাজকর্ম বিভাগ
   জ) সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ

৭. মেডিক্যাল সায়েন্সেস অনুষদ
   ক) সিলেট এম.এ.জি.ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ
   খ) জালালাবাদ রাগীব-রাবেয়া মেডিক্যাল কলেজ, সিলেট
   গ) নর্থ-ইস্ট মেডিক্যাল কলেজ, সিলেট
   ঘ) দুররে সামাদ রহমান রেড ক্রিসেন্ট উইমেন্স মেডিক্যাল কলেজ, সিলেট
   ঙ) সিলেট উইমেন্স মেডিক্যাল কলেজ, সিলেট

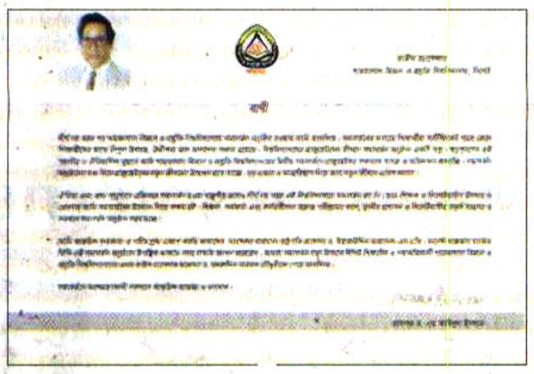

এক নজরে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

প্রতিষ্ঠা	১৯৮৭ সাল
শিক্ষা কার্যক্রম শুরু	১৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৯১
আয়তন	৩২০ একর
অনুষদ	৭
বিভাগ	২৩
হল	৩ (২ ছাত্রহল, ১ ছাত্রীহল)
ছাত্র-ছাত্রী	৭০১৪ (ছাত্র ৫৩৯৬, ছাত্রী ১৬১৮, বিদেশী ছাত্র- ছাত্রী ৩৩)
শিক্ষক	৩৭৯ (স্টেশনে কর্মরত ২৬৪, শিক্ষাছুটিতে ১১৫)
কর্মকর্তা	১০৯
কর্মচারী	৩৫৬
অধিভুক্ত কলেজ	৫ (মেডিক্যাল কলেজ)

বিশ্ববিদ্যালয় মনোগ্রাম

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রামটিতে সিলেটের মহান সাধক হযরত শাহজালাল (রঃ) এর পূণ্যময় জীবনের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে। মনোগ্রামটি অলংকৃত করতে গিয়ে ইসলামী আর্চ ও মিনার ব্যবহার করা হয়েছে, যা হযরত শাহজালাল (রঃ)-এর ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভূমিকাকে বোঝায়। নীচের নৌকা আকৃতি দ্বারা তাঁর 'কিসতি' বুঝানো হয়েছে। কিংবদন্তী আছে যে, তিনি তাঁর সঙ্গে আনীত জায়নামাজ কিসতি রূপে ব্যবহার করে নদ-নদী পার হতেন। মাঝের বইটি জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারক ও বাহক। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে আরো যথাযথভাবে প্রতীকী করার জন্য পরমাণু ও কম্পাস ব্যবহার করা হয়েছে। সিলেট অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যকে বুঝানোর জন্য দু'টি পাতা একটি কুঁড়ি এই মনোগ্রামে সংযোজন করা হয়েছে।

সাম্প্রতিক উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি

শিক্ষা কার্যক্রম-দীর্ঘ ৭ মাস ক্লাস বন্ধ থাকার পর ৫ নভেম্বর, ২০০৬ এ ক্লাস শুরু হয়েছিল। তারপর একদিনও অনির্ধারিত ছুটি বা ধর্মঘট হয়নি। প্রতিদিন ক্লাস হয়েছে অথবা পরীক্ষা হয়েছে। ছুটির দিনেও ক্লাস হয়েছে, অবরোধেও ক্লাস হয়েছে। সেশন জ্যাম কমে আসছে।
সমাবর্তন- দীর্ঘ নয় বছর পর ছাত্র-শিক্ষক এবং সিলেটবাসীর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় বর্তমান প্রশাসনের উদ্যোগে দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

BNCC- এই বিশ্ববিদ্যালয়ে BNCC প্রথমবারের মত গত ২৯ নভেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়েছে।

আইসিটি ইনস্টিটিউট- শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে অদূর ভবিষ্যতে প্রথমবারের মত একটি ইনস্টিটিউট খোলা হতে যাচ্ছে। এতে একাধারে আইসিটি ক্ষেত্রে উচ্চ গবেষণাকর্ম হবে এবং বিভিন্ন সার্টিফিকেট / ডিপ্লোমা কোর্সও চালু হবে।

খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম- (ক) বারো বছর পর বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্প্রতি খেলার মাঠগুলো ব্যবহার উপযোগী করা হয়েছে।
(খ) চার বছর পর আন্তঃবিভাগীয় খেলাধুলা প্রতিযোগিতা নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ক্যাম্পাসে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় গেমস প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই বিশ্ববিদ্যায়ের টিম অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে পুরস্কারও পেয়েছে।
(গ) ক্যাম্পাসের সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো নিয়মিতভাবে তাদের সাংস্কৃতিক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। প্রায় প্রতিদিনই নাটক, মহড়া, আবৃত্তি, অভিনয়, বিতর্ক প্রতিযোগিতা ইত্যাদি কোন না কোন অনুষ্ঠান ক্যাম্পাসকে মুখরিত রাখছে।

ক্যাম্পাস সংস্কার- (ক) একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি করে প্রথমবারের মত বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমানা চিহ্নিত করা হয়েছে, জমি উদ্ধার করা হয়েছে এবং সমস্যাসঙ্কুল স্থানে পিলার/ প্রাচীর দেয়া হচ্ছে।
(খ) ক্যাম্পাসে বেশ কয়েকটি ফুল বাগান করা হয়েছে এবং রাস্তা, মাঠ, লেক, পুকুর ইত্যাদিও সংস্কার করা হয়েছে।
(গ) বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় থেকে বিনা খরচে বা নামমাত্র মূল্যে বৃক্ষচারা সংগ্রহ করে এ বছর ৩৫০০ বৃক্ষ রোপন করে তা পরিচর্যা করা হচ্ছে। এই রোপনের প্রথম পর্যায়ের কাজ রিপোর্ট করে প্রধান উপদেষ্টার জাতীয় পুরস্কার ২০০৬ পাওয়া গেছে।
(ঘ) কেন্দ্রীয় মসজিদের উন্নয়ন ও সংস্কার এবং হল মসজিদের সংস্কার করা হয়েছে।
(ঙ) পুরাতন কেন্দ্রীয় ক্যাফেটারিয়ার সংস্কার ও মানোন্নয়ন করা হয়েছে।
(চ) গেস্ট হাউসের মান, সুযোগ-সুবিধা ও ব্যবস্থাপনা উন্নত করা হয়েছে।
(ছ) প্রশাসনিক ভবনের পরিসর বৃদ্ধি করা হয়েছে।

গবেষণা- সম্প্রতি International Conference on Water and Wastewater Treatment অনুষ্ঠিত হয়েছে। বহু সেমিনার, ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। বিদেশের সাথে Collaboration - এ কিছু গবেষণা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ে এমফিল/ পিএইচডি প্রোগ্রাম শুরু করা হয়েছে।

আইটি- (ক) ইন্টারনেট স্পীড ১৬ গুণ বাড়ানো হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের ইন্টারনেট ব্যবহারের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে।
(খ) সেমিস্টার পদ্ধতির জটিল নিয়ম সম্বলিত পরীার জন্য একটি যথাযথ software তৈরীর কাজে হাত দেয়া হয়েছে। একাউন্টস সেকশন ও রেজিস্ট্রার সেকশনকেও কম্পিউটারাইজ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সম্প্রতি Online journal subscribe করা হয়েছে। এখন বিভিন্ন বিষয়ে প্রায় ৪০০০ আন্তর্জাতিক জার্নালে access আছে। লাইব্রেরিও কম্পিউটারাইজ করা হচ্ছে।

পরিবহন- (ক) পরিবহন উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করে পরিবহন বিভাগে সততা, দক্ষতা, সচ্ছতা ও নিয়মানুবর্তিতা ফিরিয়ে আনা হয়েছে। এখন তুলনামূলক কম খরচে উন্নতর সার্ভিস পাওয়া যাচ্ছে।
(খ) মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার নিকট তিনটি বাসের জন্য আবেদন করা হয়েছে।
(গ) বিশ্ববিদ্যালয়ের শুরু থেকে ১৬ বছর কোন এম্বুলেন্স ছিল না। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার কাছে আবেদন করে একটি এম্বুল্যান্স অনুদান হিসাবে সংগ্রহ করা হয়েছে।

উন্নয়ন কার্যক্রম- (ক) গত জুন মাস থেকে চারতলা একাডেমিক ভবনের কাজ জোরে শোরে শুরু হয়েছে। আগামী ৬ মাসের মধ্যে নির্মাণ কাজ শেষ হবে।
(খ) সম্প্রতি ছাত্রী হলের ৪র্থ ব্লকের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। আগামী ৮ মাসের মধ্যে এ কাজ সম্পন্ন হবে। এতে আরও ১২৪ জন ছাত্রীর আবাসনের ব্যবস্থা হবে।
(গ) আগামী অর্থবছরে নতুন একটি ছাত্রী হল ও একটি ছাত্র হলের কাজ শুরু হবে।
(ঘ) অর্ধ-সমাপ্ত ১২০০ আসন বিশিষ্ট অডিটোরিয়ামের কাজ পুনরায় শুরু হচ্ছে।
(ঙ) কেন্দ্রীয় ক্যাফেটারিয়ার অসমাপ্ত কাজ শুরু হয়েছে। ছয় মাস পর সেটা চালু করা যাবে এবং আসন সংখ্যা হবে ২০০ জনের।
উল্লিখিত উন্নয়ন কার্যক্রম বর্তমান উন্নয়ন প্রকল্পের (২০০৬-২০১০) অধীনে পরিচালিত হচ্ছে।

বিবিধ- (ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্নাল নিয়মিত প্রকাশের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।
(খ) প্রথমবারের মত চার বছর অনার্স সমাপ্তান্তে মাস্টার্স কোর্স প্রবর্তন করা হয়েছে।
(গ) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাইভেট সিকিউটরিটির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সমাবর্তন ২০০৭

বিশ্ববিদ্যালয়ের	২য় সমাবর্তন
সমাবর্তন বক্তা	প্রফেসর ড. ছদরুদ্দিন আহমদ চৌধুরী
তারিখ	৬ ডিসেম্বর, ২০০৭
মোট ডিগ্রী প্রাপ্ত	৬৫৩৮
গ্র্যাজুয়েট	৪৭৩২
মাষ্টার্স	১৭৭৮
এম.ফিল	২৩
এম.ডি	৩
পি. এইচডি	২
চ্যান্সেলর পদক	১৪
ভাইস চ্যান্সেলর পদক	৪৮
পুস্তক পুরস্কার	১৬৭

শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অনন্য বৈশিষ্ট্যসমূহ

১. শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের প্রথম এবং সর্ববৃহৎ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।

২. শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে সকল অনুষদের সকল বিভাগের জন্য ২টি কম্পিউটার কোর্স বাধ্যতামূলক। অনেক বিভাগে ৪টি করে কম্পিউটার কোর্স আছে।

৩. শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় একমাত্র পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে সকল অনুষদের সকল বিভাগের জন্য ২টি ইংরেজী কোর্স বাধ্যতামূলক। অনেক বিভাগে ৪টি করে ইংরেজী কোর্স আছে।

৪. বাংলাদেশে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বপ্রথম সকল বিভাগে সেমিস্টার সিস্টেম-এর প্রচলন হয়।

৫. এ বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বপ্রথম ইনটিগ্রেটেড অনার্স কোর্স চালু করা হয়।

৬. আইটি সুবিধার দিক দিয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়কে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা যায়। বাংলাদেশে প্রথম এই বিশ্ববিদ্যালয়ে Computer Networking হয়েছিল। ক্যাম্পাসের ভিতর কম্পিউটারগুলি fiber optic cable এর মাধ্যমে সংযুক্ত। এগুলো আবার বিটিটিবির fiber optic backbone-এর মাধ্যমে submarine cable এর সাথে সরাসরি সংযুক্ত। সম্প্রতি ক্যাম্পাসে ইন্টারনেট স্পীড ১৬ গুণ বাড়ানো হয়েছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক, কর্মকর্তা এবং ছাত্রদের ব্যাপকভাবে ইন্টারনেটসহ কম্পিউটার ব্যবহার করার ব্যবস্থা রয়েছে।

৭. এ বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য online journal subscribe করা হয়েছে। এখন বিভিন্ন বিষয়ে প্রায় ৪০০০ আন্তর্জাতিক জার্নালে access আছে। শীঘ্র প্রায় ৫০০০ জার্নালে access থাকবে।

সৌজন্যে: *জালালাবাদ রাগীব-রাবেয়া মেডিক্যাল কলেজ *সিলেট উইমেন্স মেডিক্যাল কলেজ *নর্থ-ইস্ট মেডিক্যাল কলেজ *দুররে সামাদ রহমান রেড ক্রিসেন্ট উইমেন্স মেডিক্যাল কলেজ, সিলেট